দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ফরিদপুর ইউনিয়নের শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে

আমরা কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার ৭নং ফরিদপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। এই ইউনিয়নে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে থানা পর্যায়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর একটি শিক্ষা প্রজেক্ট দিয়ে থাকে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ফরিদপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ প্রজেক্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রজেক্টে যে গম দেয়া হয়েছে তা সুষ্ঠু খাতে ব্যয় হচ্ছে না। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী গরিব, নিরীহ অর্থাৎ যাদের অভিভাবক গম পাবার উপযুক্ত তারা গম না পেয়ে যারা প্রভাবশালী ও বিত্তবান তাদের মধ্যে গম বিতরণ করা হচ্ছে। আরো দেখা গেছে, যাদের ছেলেমেয়ে মোটেও স্কুলে আসছে না এমন লোকও ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক সেজে মাসের পর মাস 'গমের' অংশ পাচ্ছে। এমনও হচ্ছে স্কুলের কমিটির সদস্যরা নিরীহ অভিভাবকের কাছ থেকে বিশ টাকা করে চাঁদা আদায় করছে। থানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এর কোন খবর রাখছেন কিনা অনুমান করা কঠিন। শিক্ষকগণ সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে তাদের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলছে; কিন্তু এ সকল কর্মকান্ড কি কৃতিত্বের মধ্যে পড়ে? নিরীহ, অভিভাবকগণ প্রভাবশালীদের ভয়ে মুখ খুলতে রাজি নয় বিধায় অপকর্ম চলছে- শুধু ফরিদপুরে নয় গোটা দেশে এ অপকর্ম চলা অস্বাভাবিক নয়। অথচ এদের মুখোশ খুলে দিলেই গোটা সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে।

অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন সরকার গোটা দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা চালু করেছে এটা যাতে সুষ্ঠু খাতে ব্যয় হয় এবং প্রভাবশালীদের হাতে না গিয়ে প্রকৃত ও গরিব অভিভাবকগণ পায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ।

হাসান জাহাঙ্গীর
খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, সি-৪৫৫
(বৈশাখী),
ঢাকা-১২১৯।